তারিখ 18 NOV 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সিরাজগঞ্জে ৪৯২ বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জে ৪৯২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সচেতন মহল।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, সহকারী শিক্ষক পদ থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি এবং প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় জেলার ৪৯২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও ৬৬৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। যে কারণে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ বিদ্যালয়গুলো চলছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক পদে শতকরা ৬৫ভাগ পদোন্নতি এবং ৩৫ ভাগ নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু নীতির বাস্তবায়ন না হওয়ায় সিরাজগঞ্জ জেলা জুড়ে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে দীর্ঘদিন ধরে।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার উল্লাপাড়ায় ৭১টি প্রধান শিক্ষক এবং ৫৮টি সহকারী, কাজিপুরে ৮২টি প্রধান শিক্ষক এবং ১৩০টি সহকারী, কামারখন্দে ২১টি প্রধান শিক্ষক এবং ৪২টি সহকারী শিক্ষক, চৌহালিতে ৩৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ১২৮টি সহকারী শিক্ষক, তাড়াশে ৫৫টি প্রধান শিক্ষক এবং ১৭টি সহকারী শিক্ষক, বেলকুচিতে ৫১টি প্রধান শিক্ষক এবং ৬৫টি সহকারী শিক্ষক, রায়গঞ্জে ৫১টি প্রধান শিক্ষক এবং ৬৪টি সহকারী শিক্ষক, শাহজাদপুরে ৬৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ১শটি সহকারী শিক্ষক এবং সিরাজগঞ্জ সদরে ৬৩টি প্রধান শিক্ষক এবং ৬৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, ইতোমধ্যেই শতকরা ৬৫ ভাগ পদোন্নতির জন্য ৩৩২ জনের তালিকা করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠান হয়েছে এবং বাকি ৩৫ ভাগ নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে অধিদপ্তর নিয়োগ দেবে যা প্রক্রিয়াধীন আছে। সহকারী শিক্ষকের ব্যাপারে তিনি বলেন, নতুন নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে এ পদগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।